এরদোয়ান
দ্য চেঞ্জমেকার

হাফিজুর রহমান

এরদোয়ান : দ্যা চেঞ্জমেকার

হাফিজুর রহমান

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

মুসলিম বিশ্ব আজ বড়োই সংকটাবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। কোথাও আশার আলো নেই। হতাশারা এসে কেবল ভিড় করে। কোথাও যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জো নেই। অথচ আমাদের ঘোড়ার পদচিহ্ন পৃথিবীর কোথায় পড়েনি? বিদায় হজের ভাষণ শুনেই তো আমাদের পূর্বপুরুষরা ছুটেছিল দূর-দূরান্তে। জালিমের প্রাসাদ ভেঙে আমরা সাম্য ও ইনসাফের এক মানবিক দুনিয়া বনি আদমদের জন্য উন্মুক্ত করেছিলাম। সময়ের ব্যবধানে রাজমুকুট হারিয়ে আজ আমরা পথের মুসাফির। আমাদের সামনে গল্পটা বিজয়ের, কিন্তু বাস্তবের দুনিয়াটা বড়োই পীড়াদায়ক। একটু আলোর রেখা খুঁজে পেলেই আশান্বিত হৃদয় ছুটে যায় সেদিকে। এই বুঝি কেউ একজন মুক্তির পদচিহ্ন এঁকে দিলো!

ঠিক যেমন সব হারানোর দুনিয়ায় নতুন এক তুরস্ক দেখে আমরা স্বপ্নের বীজ বুনি। বাংলাদেশ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার কিলোমিটার দূরের দেশটি তাই আজ আমাদের খুব কাছের মনে হয়। আপনজনের বসবাস বুঝি সেখানে। একজন রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান যেন আমাদের অপ্রকাশিত স্বপ্নের সফল উপস্থাপক। কামাল আতাতুর্কের অহংকারে গড়া সেক্যুলার তুরস্কে এখন এরদোয়ানের ঝড়। মাত্র পনেরো বছরে তুরস্কের চেহারা বদলে দিয়ে এরদোয়ান সারা পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।

বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর এবারের উপস্থাপনা *এরদোয়ান : দ্যা চেঞ্জমেকার* বই। তুরস্কে পিএইচডি গবেষণারত তরুণ লেখক হাফিজুর রহমান ভাই, এরদোয়ানের নতুন তুরস্কের এক দারুণ স্কেচ এঁকেছেন কলমের তুলিতে। আমি জানি, এই কাজটা করতে গিয়ে তিনি কতটা পরিশ্রম করেছেন। আমি বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বাংলাদেশের লাখো মানুষের কাছে এরদোয়ান এবং নতুন তুরস্ক এক বিস্ময়! আশা করছি এই বইটি তাদের কৌতূহলের পালে নতুন করে হাওয়া দেবে, ইনশাআল্লাহ।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ ইং
বাংলাবাজার, ঢাকা।

পঞ্চম সংস্করণ : লেখকের কথা

এরদোয়ান : দ্যা চেঞ্জমেকার বই প্রকাশের এক বছর হতে চলেছে। এর মধ্যে প্রথম আড়াই মাসেই চারটি সংস্কার বের করতে হয়েছে। চতুর্থ সংস্করণ কয়েক মাসের মাথায় শেষ হলেও নানাবিধ ব্যস্ততার কারণে পঞ্চম সংস্করণের কাজে হাত দিতে পারিনি। তাই চতুর্থ সংস্করণেই বেশ কয়েকবার বই ছাপাতে হয়েছে। বইয়ের এই পাঠকপ্রিয়তা আমাকে মুগ্ধ করেছে। অনেক পাঠক আমাকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। পাঠকদের এই ভালোবাসাই আমার লেখনী চালিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড়ো শক্তি।

৬ মার্চ ২০১৮। আমার ক্ষুদ্র জীবনের অন্যতম সেরা দিন। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসিডেন্ট রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ানের সঙ্গে তুরস্কের সংসদ (গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি) ভবনে সরাসরি সাক্ষাৎ করে এরদোয়ান : দ্যা চেঞ্জমেকার বইটি তাঁর তুলে দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলাম। তিনি অত্যন্ত খুশি হয়ে আমাদের জন্য দুআ করেছেন। বইটি প্রকাশের খবর তুর্কি মিডিয়া অনেক গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করেছে। ফলে তুর্কিরা বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়েছে, যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষুদ্র হলেও একটি অর্জন বলে মনে করি। তুরস্কে অনেকেই বইটির তুর্কি ভার্সন চাচ্ছে, অনেকে রীতিমতো চাপ দিচ্ছে। আশা করছি দ্রুতই তুর্কি এবং ইংরেজি অনুবাদের কাজ শুরু করব। পাশাপাশি তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন টিআরটি'র (TRT) মাধ্যমে প্রায় ৪০টি ভাষায় এরদোয়ানের হাতে বই তুলে দেওয়ার সংবাদটি পরিবেশিত হওয়ায় এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের নানা দেশ থেকে দর্শকরা আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে, যা আমার জন্য এক বিরল পাওয়া। আফ্রিকায় অধিক প্রচলিত দুটি ভাষা হাউসা ও সোয়াহিলিতে বইটি অনুবাদ করার জন্য সুদূর নাইজেরিয়া থেকে যোগাযোগ করার ব্যাপারটা আমাকে বেশ আশ্চর্যান্বিত করেছে।

সবমিলিয়ে বইটি আমার স্বপ্নের দুনিয়াকে অনেক বড়ো করেছে এবং জীবনকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করছে। রাব্বুল আলামিনের শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না। বইটিকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে যারা শ্রম দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আবারও পাঠকবৃন্দকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাতে চাই এবং প্রাণ খুলে সবার কাছে দুআ চাই।

হাফিজুর রহমান
আনকারা, তুরস্ক
১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

লেখকের কথা

রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান। একটি নাম। একটি আন্দোলন। একটি সংগ্রাম। যদি আমাকে দুটো বাক্য দিয়ে এরদোয়ানকে মূল্যায়ন করতে বলা হয়, তাহলে বলব– প্রথমত, তিনি আপাদমস্তক একজন ক্যারিশম্যাটিক রাজনীতিবিদ এবং দ্বিতীয়ত, তিনি একজন চেঞ্জমেকার। এর মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশাল মানুষটির জীবনী নিয়ে কাজ করাটা আমার মতো একজন ছোটো মানুষের জন্য ছিল অনেকটা দুঃসাহস এবং অলীক কল্পনার।

তুরস্কের গাজি ইউনির্ভাসিটিতে আমি পিএইচডি করতে আসি ২০১৪ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর। আসার সম্ভবত কয়েক মাসের মাথায়ই এরদোয়ানের একটি প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছিল। প্রোগ্রামটি ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ১০০ বছর পূর্তিতে চানাক্কালের শহিদদের স্মরণে যুবকদের অংশগ্রহণে একটি প্রোগ্রাম। তখন তুর্কিশ ভাষার জ্ঞান বলতে অ...আ...ক...খ পর্যায়ের। কিন্তু এরদোয়ানের ৪০ মিনিটের বক্তব্যের সারকথা প্রায় পুরোটাই অনুধাবন করতে পেরেছিলাম। তাঁর জাগরণময়ী বক্তব্যে হলভর্তি যুবকদের নাড়িয়ে দিয়েছিল। মুহুর্মুহু করতালি আর টানটান উত্তেজনায় সেদিনের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা এরদোয়ানের বক্তব্য জাদুর মতো গিলছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, নেতা তো এমনই হওয়া দরকার।

এরপর মাঝখানে চলে গেল প্রায় দেড় বছর। সামনে এলো নানা ঘটনা। তত দিনে তুর্কিশ ভাষা মোটামুটি গলাধঃকরণ করেছি। তুরস্কের ইতিহাস, রাজনীতি নিয়ে পড়াশোনাও চলছিল। এরদোয়ান তুরস্ককে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তা কিছুটা নিজ চোখেই দেখতে পাচ্ছি। মুসলিম বিশ্বের এই সংকটকালে কীভাবে তিনি ভূমিকা পালন করছেন, সেটিও কাছ থেকে দেখার সুযোগ হচ্ছে।

এর মাঝে বিভিন্ন সময়ে প্রিয় মাতৃভূমির কিছু আপনজন, কখনো-বা অপরিচিত জ্ঞান অন্বেষণকারী প্রায়ই এরদোয়ানকে নিয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করতেন। অনুরোধ করতেন তাঁর কাজ নিয়ে লিখতে, নতুন তুরস্ক নিয়ে লিখতে। লেখা শুরু করব করব ভেবে আর করা হয় না। এই বিরাট মানুষকে নিয়ে লিখতে গেলে বিশাল জ্ঞান দরকার। আমি তো কেবল রাজনীতি কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষুদ্র এক ছাত্র।

শুরুর দিকে প্রায়ই ভাবতাম, এমনকী ভাবনাতে এখনও এটাই আছে যে, আমি কী পারব এই বিশাল মানুষটির জীবনী ফুটিয়ে তুলতে? কিন্তু কাজ শুরু করার জন্য কিছুটা সাহস পেলাম এটা চিন্তা করে যে, বাংলা ভাষায় যেহেতু তার জীবনী নিয়ে আর কোনো বই নেই কিংবা ভালো কোনো আর্টিকেলও নেই, তাই আমি অন্তত শুরু তো করতে পারি। ভবিষ্যতে আরও বড়ো লেখকরা হয়তো লিখবেন কিংবা জানার চেষ্টা করবেন। এই আশা নিয়েই বইটি লেখার কাজ শুরু করা।

এরদোয়ানের জীবনী নিয়ে কাজ করার শুরুটা ছিল ২০১৬ সালের মে মাসে। এরপর জুন থেকে টানা কাজ। প্রায় ২০ মাস সময়ের একটি বড়ো অংশ এই কাজের পেছনে দিয়েছি। মাঝখানে

অবশ্য কয়েক মাস আমার পিএইচডির কোর্সওয়ার্ক ও কোয়ালিফিকেশন এক্সামের কারণে কাজ কিছুটা থমকে ছিল। মহান আল্লাহ তায়ালার অশেষ শুকরিয়া যে কাজটির শেষ দিকে আসতে পেরেছি। কাজ শুরু করার সময় থেকে শেষ করা পর্যন্ত আমি বেশ কিছু গুণীজনের এত বেশি সহযোগিতা পেয়েছি, যা লিখে শেষ করা যাবে না। তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বই লেখার পরিকল্পনা আমি শুরুতেই শেয়ার করেছিলাম আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও আনকারার গাজি ইউনির্ভাসিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহমেত আকিফ ওযের (Prof. Dr. Mehmet Akif Özer) স্যারের সাথে। ভাবতেই পারিনি, তিনি আমাকে এত বেশি উৎসাহ দেবেন। তিনি আমাকে ওই দিন প্রায় দুঘণ্টা সময় দিয়ে বিস্তারিত শুনেছেন এবং পরামর্শ দিয়েছেন। বেশ কিছু রেফারেন্স দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। বেশ কিছু জায়গায় পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাদের নিকট থেকেও রেফারেন্স পেতে সহযোগিতা করেছেন। ওই দিনের পর থেকে যতবার তাঁর সাথে দেখা হয়েছে, ততবারই বইয়ের অগ্রগতি নিয়ে খবর নিয়েছেন। যাদের সঙ্গে তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো– প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের জনসম্পৃক্ততা বিভাগের প্রধান এভরেন বাশার, যিনি পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু রেফারেন্স দিয়ে সহায়তা করেছেন।

আমার সুপারভাইজার অধ্যাপক ড. হামিদ এমরাহ বেরিসের (Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş) নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যিনি শুরু থেকে আমাকে নানা দিকনির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। যখনই কোনো বিষয়ে রেফারেন্স সংকটে ভুগেছি, তখনই তাঁর দ্বারস্থ হয়েছি। আর তিনিও মন খুলে সহযোগিতা করেছেন।

বইটিতে মূলত, এরদোয়ানের প্রাথমিক জীবন, আধুনিক তুরস্কের রাজনৈতিক ইতিহাস, এরদোয়ানের রাজনৈতিক জীবনের শুরু এবং ইস্তাম্বুল প্রদেশের সভাপতির জীবন, ইস্তাম্বুলের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময়গুলো, কারাগার ও অনিশ্চিত জীবনের সময়গুলো, একে পার্টি প্রতিষ্ঠা, সংগঠন কায়েম এবং সরকার গঠন থেকে শুরু করে ২০১৭ সাল পর্যন্ত নতুন তুরস্কের নানা দিক আলোচনা করা হয়েছে। তুরস্ককে কীভাবে পরিবর্তন করে বিশ্বের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন দেশে পরিণত করেছেন, সে ব্যাপারে এই বইতে আলোচনা করা হয়েছে। কোন কোন সেক্টরে বড়ো ধরনের পরিবর্তন হয়েছে, তার ডাটাগুলোও দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আবার একে পার্টি প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত দল ও সরকার পরিচালনায় যে চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করেছে, সে সম্বন্ধেও অল্প-বিস্তর আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সর্বশেষ বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে ১৫ জুলাই ক্যু নিয়ে বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। বিশ্ব রাজনীতিতে এরদোয়ান এবং তাঁর সরকারের পদক্ষেপ নিয়েও কিছুটা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সর্বশেষ এরদোয়ানের গতিশীল নেতৃত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য ও একটি মূল্যায়ন দিয়ে বইটি শেষ করেছি।

বইয়ের তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে সহযোগিতা নিয়েছি তুর্কি ভাষায় প্রকাশিত বেশ কয়েকটি বই থেকে যেগুলোতে এরদোয়ানের জীবনী ও তুরস্কের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করা

হয়েছে। এরদোয়ান ও একে পার্টির ওপর করা একাডেমিক থিসিস ও আর্টিকেলগুলো আমার বেশ উপকারে এসেছে। এরদোয়ানের শতাধিক বক্তব্য ও সাক্ষাৎকার শোনা এবং সেখান থেকে তথ্যগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। তুরস্কের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো এবং একে পার্টির তৈরিকৃত বেশ কিছু ডকুমেন্টারি আমাকে অনেক বেশি সহায়তা করেছে। তবে সমসাময়িক তথ্যগুলো সংগ্রহ করতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা নিয়েছি দৈনিক পত্রিকাগুলোর। আর এরদোয়ান সরকারের ১৫ বছরের কার্যক্রমগুলোর তথ্য সংগ্রহ করতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সরকারি-বেসরকারি দপ্তরের প্রকাশনাগুলো ব্যবহার করেছি।

ওপরের এই সেকেন্ডারি ডাটার ওপর ভিত্তি করে বইয়ের একটি ফরমেট যখন দাঁড়িয়েছে, তখন দেখলাম তাত্ত্বিক বর্ণনায় মোটামুটি একটি পর্যায়ে পৌঁছে গেছি। এখন বেশি জরুরি এরদোয়ানকে যারা কাছ থেকে দেখেছেন কিংবা এরদোয়ানের এই তুরস্ককে পরিবর্তনে যারা সহকর্মী হিসেবে কাজ করছেন, তাদের মুখ থেকে সরাসরি কিছু কথা শোনা এবং মনে উদ্রেক হওয়া কিছু প্রশ্নের উত্তরও জানা দরকার। এ জন্য দ্বারস্থ হয়েছিলাম এরদোয়ানকে দীর্ঘ সময় ধরে কাছ থেকে দেখা সেই সকল মানুষগুলোর, যারা কিনা একে পার্টির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামসহ নানা পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করেছেন কিংবা করছেন। তবে এখানে সবচেয়ে স্বস্তির দিক হলো– যাদের সাক্ষাৎকার চেয়েছি, তাদের নিকট খুব সহজেই পৌঁছতে পেরেছি।

জনাব এরদোয়ানের সাথে ১৯৮৫ সাল থেকে কাজ করে আসা এবং বর্তমানে দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা মোস্তফা আতাস (Sayın Mustafa Ataş) (একে পার্টির সাংগঠনিক সভাপতি, যাকে প্রায়শই দলে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি মনে করা হয়) এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের সভাপতি এরোল কায়ার (Sayın Erol Kaya) -এর নেওয়া সাক্ষাৎকারের নানা দিক থাকছে বইয়ের অধ্যায়ে অধ্যায়ে। দলের বয়োজ্যেষ্ঠ এ দুজনের সাক্ষাৎকার নেওয়ার পর চিন্তা করেছিলাম যে, সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরামের তুলনামূলক যুব বয়সিদের সাক্ষাৎকার নেওয়া দরকার। তারই অংশ হিসেবে একে পার্টির যুব সংগঠনের সভাপতি মেলিহ এজারতাসের (Sayın Melih Ecertaş) সাক্ষাৎকার নিয়েছি; যিনি এরদোয়ানকে কাছ থেকে গত কয়েক বছরে দেখেছেন। এই সাক্ষাৎকারগুলো নেওয়ার ফলে এরদোয়ান ও একে পার্টি নিয়ে প্রবীণ ও তরুণ নেতাদের মূল্যায়নের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করারও সুযোগ পেয়েছি।

এরপর গিয়েছিলাম দলের প্রতিষ্ঠাতা এমপিদের কাছে; যারা এখন অনেকটাই রাজনীতি থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, তারা যে স্বপ্নকে সামনে নিয়ে একে পার্টি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে? কতটুকু বাকি আছে? আর এরই অংশ হিসেবে দীর্ঘ সময় কথা হয়েছে সাবেক এমপি মাহমুদ গুকসো (Sayın Mahmut Göksü) ও শুকরো উনালের (Sayın Şükrü Ünal) সাথে, যাদের দুজনই একে পার্টি গঠনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সংসদের এমপি ছিলেন।

দলের প্রতিষ্ঠার পর প্রথম সংসদেই এমপি হয়েছেন কিংবা প্রতিষ্ঠার সময় তরুণ বয়সি ছিলেন ও পরবর্তী সময়ে এমপি হয়েছেন এমন দুজনের সাক্ষাৎকার নিয়েছি। এরা হলেন রেজেপ ইলদিরিম (Sayın Recep Yıldırım) এবং ড. ইসমাইল সাফি (Sayın Dr. İsmail Safi)। এই দুজনই বর্তমানে একে পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন।

দলের তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি এবং নেতা হিসেবে আনকারার ক্যাচিওরেন পৌরসভার মেয়র মোস্তফা আক (Sayın Mustafa Ak) এবং ইয়েনি দুনিয়া ভাকফি, আনকারা শাখার সভাপতি ও ক্যাচিওরেন জেলার একে পার্টির প্রতিষ্ঠাতা আলি তকুযের (Sayın Ali Toköz) সাক্ষাৎকার নিয়েছি। আলি তকুজ শুধু সাক্ষাৎকারই দেননি; বরং বইয়ের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে সব সময় কাজের খবর নিয়েছেন এবং বারবার শেষ করার তাগিদ দিয়েছেন। পাশাপাশি আনকারার আরও বেশ কয়েকজন তৃণমূল পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ হয়েছে।

বইটির প্রাথমিক লেখা (ড্রাফট) শেষ হওয়ার পর আমার চারজন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রুফ কপি পড়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও সংশোধনী দিয়েছেন, যাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। প্রথমজন, আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর জনাব আবু সিনা নুরুল ইসলাম মামুন। দ্বিতীয়জন বড়ো ভাই, সহকর্মী এবং অন্যতম কাছের মানুষ মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ ভাই, যিনি শুধু প্রুফ কপি পড়াই নয়; বরং বই লেখার শুরু থেকেই আমাকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তৃতীয়জন, তুরস্কের কোজাইলি ইউনির্ভাসিটিতে পিএইচডিতে অধ্যয়নরত জাহিদুল ইসলাম। আর চতুর্থজন, তুরস্কের গাজি ইউনির্ভাসিটিতে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত দেলোয়ার হোসেন, যিনি শুধু প্রুফ পড়াই নয়; বরং পুরো বই লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বিক সহায়তা করেছেন।

বইয়ের নানা কাজে যোগাযোগ এবং তথ্য দিয়ে সার্বিক সহায়তা করেছেন তুরস্কের প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা ও সম্মানিত শিক্ষক জনাব আলি পুলাত, যাকে সব সময় বড়ো ভাইয়ের মতো কাছে পেয়েছি। এর পাশাপাশি তুরস্ক ও বাংলাদেশি বেশ কিছু ভাই, বন্ধু এবং সহকর্মীদের অনেক বেশি সহায়তা পেয়েছি, যার বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না।

বইটির প্রকাশক *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*-এর নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের ভাইয়ের নিকট আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ। বইয়ের শুরু থেকে নিয়মিত খোঁজ নিয়ে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। আমি যখনই কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছি, তখনই নূর মোহাম্মাদ ভাইয়ের মেসেজগুলো আমাকে আরও সক্রিয় হতে সহায়তা করেছে।

আমার পরিবারের সদস্যরা বিশেষ করে আব্বা ও আম্মা, যাদের দুআতেই আজকের এ পর্যন্ত আসা, তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধাভরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। যখনই তাদের সাথে ফোনে কথা হয়েছে, তখনই বইয়ের কাজ কত দূর তা জানতে চেয়েছেন।

এই পুরো বই লেখার সময় সবচেয়ে বেশি যার সহযোগিতা পেয়েছি, সে হলো আমার সহধর্মিণী নাফিসা ইসলাম জিহান। বইটির কাজ শুরু হওয়ার প্রায় পুরো সময়টাতে সে এক কঠিন সময় পার করেছে। বিশেষ করে এই সময়ে আমাদের প্রথম সন্তান রুশদা রহমান রুহি দুনিয়াতে এসেছে। বাচ্চা হওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে সে অনেক বেশি ধৈর্যধারণ করে, অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করে আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং লিখতে উৎসাহ দিয়ে গেছে। এর পাশাপাশি আমার শ্রদ্ধেয়া শাশুড়ি বই লেখার শেষ ছয় মাস নিজের পরিবার-পরিজন বাদ দিয়ে আমাদের সাথেই ছিলেন।

আমাদের নবজাতক সন্তানের দেখাশোনার ব্যাপারে তাঁর সার্বিক সহযোগিতার ফলে বইয়ের কাজে অনেক বেশি গতি সঞ্চার হয়েছে। আমি তাদের দুজনের প্রতিই চিরকৃতজ্ঞ।

বই লিখতে গিয়ে সম্ভবত সবচেয়ে বঞ্চিত হয়েছে আমার ছোট্ট মেয়েটি। যাকে আমি গত ছয় মাস অনেক বেশি ঠকিয়েছি, অনেক বেশি ভালোবাসা, আদর ও সময় দেওয়া থেকে বঞ্চিত করেছি। আজ যখন বইয়ের কাজ শেষ পর্যায়ে এসেছে, তখন সে 'বাবা, বাবা' ডাকতে শুরু করেছে। আল্লাহ তাকে অনেক বড়ো করুন। আমার প্রিয় পাঠকদের নিকট তার জন্য প্রাণখুলে দুআ চাই।

বইয়ে পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে কয়েকটি ফুটনোট (*) ব্যবহার করা হয়েছে। রেফারেন্স চেক করতে গিয়ে পাঠকবৃন্দের পড়ার ছন্দপতন না ঘটুক। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য তাই রেফারেন্সগুলো বইয়ের একেবারে শেষে উপস্থাপন করা হয়েছে।

শেষদিকে এসে একটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করতে চাই। আর তা হলো– মানুষ ভুলের কিংবা সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়। সুতরাং, আমার এই বইটিতে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে আমি চেষ্টা করেছি আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ শ্রম দিয়ে স্বচ্ছ এবং নির্ভুল একটি বই পাঠকদের হাতে তুলে দিতে। এরপরও অসতর্কতাবশত রয়ে যাওয়া ভুলগুলো আমাকে ধরিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সংশোধনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

সর্বশেষ আমার দৃঢ় আশা– বইটি বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একজন চেঞ্জমেকার, একজন স্বপ্নের মানুষ, একজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা এবং বিশ্ব মানবতা ও মজলুমের পাশে দাঁড়ানো একজন বড়ো মানুষ হিসেবে রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ানের জীবনী এবং নতুন তুরস্ক সম্পর্কে পাঠকদের জানার আগ্রহের কিছুটা হলেও পূরণ করবে।

হাফিজুর রহমান
আনকারা, তুরস্ক
২৮ ডিসেম্বর, ২০১৭

সূচিপত্র

প্রাথমিক জীবন

রিজের ছোট্ট এক মহল্লা ২১
ইস্তাম্বুলের কাছিমপাশা ২১
শিক্ষাজীবন ২৩
সকল প্রতিযোগিতায় প্রথম ২৪
হকার ও ফেরিওয়ালার কাজ ২৫
পেশাজীবী ফুটবলার ২৬
রাজনীতিতে হাতেখড়ি ২৬
কর্মজীবন ২৭
বিয়ে ২৮
মহীয়সী নারী এমিনে এরদোয়ান ২৮
ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি ২৯
সামরিক প্রশিক্ষণ ২৯

আধুনিক তুরস্কের রাজনৈতিক ইতিহাস

উসমানি খিলাফতের সমাপ্তি : একটি সভ্যতার পতন ৩০
খিলাফতের বিলুপ্তি ও তুরস্ক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ৩৪
একদলীয় সরকারের শাসনামলে তুরস্ক (১৯২০-৫০) ৩৪
বদিউজ্জামান সাঈদ নুরসি ও তাঁর আন্দোলন ৪০
তুরস্কে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসনকাল ৪০
ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গ এবং প্রথম সেনা ক্যু ৪২
আদনান মেন্দেরেসের ফাঁসি ৪৪
১৯৬১-১৯৮০ : অস্থিতিশীল এক গণতন্ত্র ৪৫
১৯৭১ সালের সেনা মেমোরেন্ডাম ৪৬
কোয়ালিশন সরকার : অস্থির রাজনীতি ৪৭
তুরস্কের রাজনীতিতে আদর্শের বিভাজন ৪৮
তুরস্কে ইসলামি আন্দোলনের প্ল্যাটফর্ম : মিল্লি গুরুস ৪৯
১৯৮০ সালের সেনা ক্যু ৪৯
আনাভাতান পার্টি ও তুরগুত ওজেইল ৫১
রাজনীতিবিদদের ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ৫২
১৯৯১-২০০২ : কোয়ালিশন সরকার এবং অস্থির রাজনীতি ৫২
১৯৯৭ সালের পোস্ট মডার্ন ক্যু ৫৩

মূল রাজনীতিতে এরদোয়ান

ইস্তাম্বুল প্রদেশের সভাপতির দায়িত্বে এরদোয়ান ৫৯
বেইয়্যুলু পৌরসভার মেয়র নির্বাচন ৬০
অবশেষে প্রার্থিতা এবং নতুন নির্বাচনী কৌশল! ৬১
শুধুই নির্বাচন নয়; দাওয়াতি কাজও ৬৩
নির্বাচনের ফলাফল ৬৪

'ইস্তাম্বুল মডেল' রেফাহ পার্টির মডেল ৬৫
ইস্তাম্বুলে সাংগঠনিক মজবুতি ৬৭
১৯৯১-এর নির্বাচন এবং এমপি এরদোয়ান ৭০
১৯৯৩-এ ইস্তাম্বুল শাখা রেফা পার্টি ৭১

ইস্তাম্বুলের মেয়র এরদোয়ান

ইস্তাম্বুল : দুনিয়ার রাজধানী ৭৬
১৯৮৯-৯৪ সালের ইস্তাম্বুল ৭৯
ইস্তাম্বুলের মেয়র প্রার্থী এরদোয়ান ৮০
তৃণমূল গোছানোর পরিকল্পনা ও কাজ ৮১
নির্বাচনী প্রচারণা ও ইশতেহার ৮৩
নির্বাচন ও অভূতপূর্ব বিজয় ৮৮
মেয়র হিসেবে কাজ শুরু ৮৯
প্রথম ১০০ দিন ৯১
এ এক অন্য ইস্তাম্বুল ৯২

কারাবরণ ও অনিশ্চিত গন্তব্যের জীবন

শির্টে বিক্ষোভ সমাবেশ ও কবিতা আবৃত্তি ৯৭
কবিতা আবৃত্তি বিশাল অপরাধ ৯৭
সেক্যুলার এলিটদের মিডিয়া ৯৮
এরদোয়ানের প্রতিক্রিয়া ৯৯
প্রতিক্রিয়াময় দেশ, বিক্ষুব্ধ জনতা ১০০
এরদোয়ানের আপিল, শুনানি ও চূড়ান্ত রায় ১০১
প্রদেশগুলোতে সফর ১০২
মেয়রশিপ বাতিল এবং ভারপ্রাপ্ত মেয়র নির্বাচন ১০২
পিনারহিসার জেলে এরদোয়ান ১০৩
নতুন তুরস্কের পরিকল্পনা ১০৬
জেল থেকে মুক্তি ১০৭
পিনারহিসার কারাগার : শেষ হয়েও হলো না শেষ ১০৭
আবৃত্তিকার এরদোয়ান এবং অ্যালবাম ১০৮

একে পার্টির গঠন, কার্যক্রম শুরু এবং ২০০২ সালের নির্বাচন

একে পার্টি গঠনের প্রেক্ষাপট ১০৯
রেফা পার্টি বন্ধ ও ফাজিলত পার্টি গঠন ১১০
রাজনৈতিক অনৈক্য ও অস্থিরতা : ব্যর্থ রাজনীতি ১১০
নেতৃত্ব সংকট ১১৩
সংকটময় ও ভঙ্গুর অর্থনীতি ১১৩
সর্বাঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দিব কোথা ১১৪
ফাজিলত পার্টির কংগ্রেস ও নেতৃত্ব নিয়ে বিভাজন ১১৫
ফাজিলত পার্টি নিষিদ্ধ এবং একে পার্টি গঠন ১১৬
জনগণের নজর এরদোয়ানের দিকে ১১৮
রাজনীতি থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১২০
এরদোয়ানের রাজনৈতিক সফর শুরু ১২১

একে পার্টির গঠন ১২১
এরদোয়ানের এক ঐতিহাসিক বক্তব্য ১২২
নতুন পার্টির নামের তাৎপর্য ১২৩
একে পার্টির কর্মসূচি ও রাজনৈতিক দর্শন ১২৩
কে হবেন নতুন পার্টির সভাপতি ১২৫
সপ্তাহ জুড়ে মিডিয়াতে এরদোয়ান ঝড় ১২৫
সাংবিধানিক আদালত বনাম এরদোয়ান ও একে পার্টি ১২৫
তায়্যিপ এরদোয়ান যেখানে, আমরা সেখানে ১২৬
নতুন দলের প্রথম পরীক্ষা: কায়সেরি ১২৭
ম্যারাথন সফর ১২৭
জনতার সাথে মিশে যাওয়া এক এরদোয়ান ১২৯
কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উদ্বোধন ১৩১
নতুন পার্টির কূটনৈতিক কার্যক্রম ১৩১
নতুন পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সাংগঠনিক মজবুতি ১৩১
সাধারণ জনগণের সংগঠন ১৩৩
অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদন গ্রহণ ১৩৫
সংকট বাড়তেই থাকল ১৩৬
এরদোয়ানকে থামিয়ে দিতে হবে ১
ডেমোক্রেটিক লেফট পার্টি ভাঙন ১৩৭
আগাম নির্বাচন ১৩৮
একে পার্টির প্রথম নির্বাচন ১৩৮
প্রার্থী হতে পারলেন না এরদোয়ান ১৪০
নির্বাচন ও ঐতিহাসিক বিজয় ১৪১
একে পার্টির ভূমিধস বিজয় : একটি পর্যালোচনা ১৪২
ডান ও বামপন্থিদের সংসদ ১৪৩
একে পার্টির সরকার : আব্দুল্লাহ গুল ও তার মন্ত্রিসভা ১৪৪
এরদোয়ানের বিদেশ সফর ও একে পার্টির পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারণা ১৪৪
সংবিধান সংশোধন ও এমপি প্রার্থী এরদোয়ান ১৪৫
প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ান ও তার মন্ত্রিসভা ১৪৬
আদনান মেন্দেরেস, তুরগুত ওজেইল ও তায়্যিপ এরদোয়ান ১৪৬
নাজমুদ্দিন এরবাকান ও তায়্যিপ এরদোয়ান ১৪৬

প্রধানমন্ত্রী এরদোয়ান ও নতুন তুরস্ক

এরদোয়ানের নতুন তুরস্ক ১৫৩
নতুন তুরস্কের রাজনীতি ১৫৫
নতুন তুরস্কের যোগাযোগ ব্যবস্থা ১৫৬
নতুন তুরস্কের শিক্ষাব্যবস্থা ১৬০
নতুন তুরস্কের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ১৬৩
নতুন তুরস্কে একজন ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন ১৬৪
নতুন তুরস্কের ধর্মীয় অধিকার ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ১৬৭
এটি কি একটি শিক্ষা বিপ্লব ১৬৯
নতুন তুরস্কের স্বাস্থ্যখাত ১৬৯
অনগ্রসরমান জনগণের জন্য নতুন তুরস্ক ১৭১
নতুন তুরস্কের অর্থনীতি ১৭৩

জনস্বাধীনতা নিশ্চিত এবং অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া ১৭৪
হিজাব : নারী সমাজের বহু আকাঙ্ক্ষিত এক স্বাধীনতা ১৭৫
নতুন তুরস্কের যুবসমাজ ১৭৮
মিডিয়া ও সাংস্কৃতিক জগৎ ১৮০
স্থানীয় সরকার ১৮১
শুধু কি উন্নয়ন ১৮৩
ভিশন ২০২৩ বাস্তবায়নে নিরন্তর ছুটে চলা ১৮৪

এরদোয়ান ও একে পার্টির সামনে বড়ো বড়ো পরীক্ষা

পার্টি বন্ধে মামলা ও ঐতিহাসিক এক ভোট ১৮৫
২০১২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি : সরকার পতনে পরোক্ষ ক্যু ১৮৮
গেজি পার্ক মুভমেন্ট : একে পার্টির বিরুদ্ধে বড়ো ধরনের ধাক্কা ১৯০
প্যারালাল রাষ্ট্র : সরকারের ভেতর আরেক সরকার ১৯৬
ফেতুল্লাহ গুলেন, গুলেন মুভমেন্ট এবং ফেতু ১৯৭

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান

একে পার্টি পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০৩
২০০৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে জটিলতা ২০৪
২০১৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ২০৬
প্রেসিডেন্ট প্রার্থী এরদোয়ান ২০৬
নির্বাচন প্রচারণা ২০৭
প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ও একটি জাগরণী বিজ্ঞাপন ২০৮
নির্বাচন ও ফলাফল ২০৮
পার্টির প্রথম বিশেষ কংগ্রেস ও নতুন পার্টি প্রধান ২০৯
প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু এবং এরদোয়ানের তিন বছর ২০৯
প্রেসিডেন্ট ভবন স্থানান্তর ২১০
সরকারি উন্নয়নের ধারাবাহিকতা ২১১
এরদোয়ান, রাবেয়া এবং নতুন তুরস্কের ঐক্য ২১১
২০১৫ সালের জাতীয় নির্বাচন : একে পার্টির প্রথম বিপর্যয় ২১২
কোয়ালিশন সরকার গঠনে ব্যর্থতা এবং নতুন নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা ২১৩
দ্বিতীয়বার নির্বাচন ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ২১৪
পার্টির দ্বিতীয় বিশেষ কংগ্রেস এবং দাওতুলুর বিদায় ২১৪
প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা প্রবর্তনে কার্যক্রম শুরু ২১৪
২০১৭ সালের গণভোট ২১৫
গণভোটে 'হ্যাঁ'-এর জয় এবং পরবর্তী পদক্ষেপ ২১৬
নতুন করে একে পার্টির চেয়ারম্যান পদে এরদোয়ান ২১৬

১৫ জুলাইয়ের ক্যু : নতুন তুরস্কে গণতন্ত্রের জয়

২০১৬ সালের সামরিক ক্যু : নতুন তুরস্কের গণতন্ত্রের বিজয় ২১৮
তুরস্কে ব্যর্থ ক্যু : শ্বাসরুদ্ধকর একটি কালো রাত ২১৯
একনজরে ক্যু'র ঘটনাপ্রবাহ ২২১
১৫ জুলাই : এরদোয়ান ও তার পরিবারের সেই রাতটি ২২৪
ঐতিহাসিক আহ্বান ২৩১

গণতন্ত্রের বিজয় ২৩২
ক্যু ব্যর্থকরণের অন্যতম নায়কেরা ২৪৫
ক্যু পরবর্তী তুরস্ক : ঐক্য ও একতার এক মহীসোপান ২৫২

এরদোয়ান ও বিশ্ব রাজনীতি

বিশ্ব রাজনীতিতে এরদোয়ান ও একে পার্টি ২৫৪
তুরস্ক-আমেরিকা সম্পর্ক ২৫৬
তুরস্ক-ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্পর্ক ২৫৮
তুরস্ক-রাশিয়া সম্পর্ক ২৫৯
তুরস্ক-মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্ক ২৬০
ঐতিহাসিক ওয়ান মিনিট ২৬৭
একে পার্টির কংগ্রেসে ইসামাইল হানিয়ার বক্তব্য ২৬৯
বিশ্ব ইসলামি আন্দোলনগুলোর পাশে নতুন তুরস্ক ২৭০
রাজনীতিতে নতুন পরিকল্পনা : নিউ অটোমানিজম ২৭১
তায়্যিপ ভাই! ঋণগুলো মাফ করে দেন ২৭৩
ঘানার প্রেসিডেন্টের জন্মদিনের উপহার ২৭৪
বৈদেশিক সম্পর্কোন্নয়নে নতুন তুরস্কের প্রতিষ্ঠান ২৭৪
আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে নতুন তুরস্ক ২৭৫
দুনিয়া পাঁচের চেয়ে বড়ো ২৭৬
বিশ্বে মানবিক সহায়তায় প্রথম নতুন তুরস্ক ২৭৮
এরদোয়ান : মজলুমদের পাশে এক বিশ্বনেতা ২৭৯
কুর্দি ইস্যু : তুরস্কে বিশ্ব রাজনীতির কলকাঠি ২৮০

২০১৮ সালের তুরস্ক এবং প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান

প্রেসিডেন্ট ও সংসদ নির্বাচন : একে পার্টির বিজয় ২৮২
নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী জোট ও দলসমূহ ২৮৩
প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের পরিচিতি ২৮৩
নির্বাচনী প্রচারণা ও প্রচারনার সময়কার তুরস্ক ২৮৩
নির্বাচন ২৮৫
নির্বাচনের ফলাফল ২৮৫
সংসদ নির্বাচন ২৮৫
নির্বাচনের ফলাফল : কিছু পর্যালোচনা ২৮৫
নির্বাচনপরবর্তী নতুন সরকার পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং সরকার গঠন ২৮৬
আমেরিকা-তুরস্কের সম্পর্কের অবনতি এবং দুদেশের অর্থনৈতিক যুদ্ধ ২৮৭
খাগোশি হত্যাকাণ্ড : একবিংশ শতাব্দীর এক বর্বর ঘটনা ২৯০

এরদোয়ানের নেতৃত্বের গুণাবলী ও বিবিধ বিষয়াবলী

এরদোয়ানের ডায়নামিক নেতৃত্ব : কিছু অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ২৯৪
আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস ২৯৬
পরিশ্রমী এরদোয়ান ২৯৬
প্রচুর অধ্যয়ন ২৯৭
সবাইকে বুকে টেনে নেওয়া ২৯৮
রাজনীতিবিদদের সব সময় কাজ করা ৩০০

সহজ-সরল জীবনযাপন	৩০০
সুশৃঙ্খল এক সংগঠক	৩০১
পরামর্শভিত্তিক কাজ এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে দৃঢ়তা	৩০১
অসাধারণ ব্যক্তিত্ব	৩০২
কাজের তত্ত্বাবধান	৩০২
সক্রিয় ও যোগ্যতাসম্পন্নদের প্রাধান্য দেওয়া	৩০৩
যুবকদের প্রাধান্য	৩০৪
এরদোয়ানের জাগরণময়ী কিছু বক্তব্যের চুম্বক অংশ	৩০৫
শেষ হয়েও হচ্ছে না শেষ!	৩০৬
তথ্যসূত্র	৩০৯
বিস্তারিত তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থ নির্দেশিকা	৩১৩

প্রাথমিক জীবন

রিজের ছোট্ট এক মহল্লা

তুরস্কের উত্তর-পূর্ব কোণের ছোট্ট প্রদেশ রিজে। এর আরেকটি প্রদেশের পরেই জর্জিয়া সীমান্ত। কৃষ্ণ সাগরের পাশে মনোরম এই প্রদেশটি চা উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ। রিজের ১১টি জেলার মধ্যে গুনেইসু জেলাটিকে পুরোটাই পাহাড়ি এলাকা। এখানকার ছোটো এক মহল্লার নাম মেরকেজ। আর সেখানেই বসবাস ছিল এরদোয়ান বংশের। দাদা তায়্যিপ এফেনদির ঘরে জন্ম আহমদ এরদোয়ানের। 'এফেনদি' শব্দটি তুরস্কে পুরুষদের নামের সাথে সাধারণত সাহেব/জনাব অর্থে ব্যবহৃত হয়। সেই সময়ে রিজে ছিল অনুন্নত এক প্রদেশ। তাই চাকরি কিংবা ব্যবসার সুযোগও ছিল অনেক কম। আজকের রিজেতে যে চা শিল্পের বিকাশ, তা তখন প্রায় ছিল না বললেই চলে। এ জন্য আহমদ এরদোয়ান চাকরি ও উন্নত জীবনযাপনের আশায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। ১৯১৮ সালের দিকে তিনি তুরস্কের জঙ্গলদা (ইস্তাম্বুল শহরের পাশে ছোট্ট এক প্রদেশ) শহরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ওঠেন। এখানেই চার বছর কাজ করে পাড়ি জমান ইস্তাম্বুলে।

ইস্তাম্বুলের কাছিমপাশা

জঙ্গলদা থেকে এসে ইস্তাম্বুলের কাছিমপাশায় বসবাস শুরু করেন আহমদ এরদোয়ান। ১৯২৫ সালে জাহাজের ক্যাপ্টেন হিসেবে চাকরি নেন। এই চাকরি থেকে তিনি ১৯৬৮ সালে অবসর নেন।

মাত্র ১৩ বছর বয়সেই বিয়ে করেছিলেন আহমদ এরদোয়ান। তাদের ঘর আলোকিত করে দুই পুত্রসন্তানও দুনিয়াতে আসে। কিন্তু সেই বিয়ে স্থায়ী হয়নি। ১৯৫২ সালে তারা আলাদা হয়ে যান। বিচ্ছেদের এক বছর পর তিনি তানজিলে হানিম নামে এক মহীয়সী নারীকে বিয়ে করেন। 'হানিম' শব্দটি তুরস্কে মহিলাদের নামের শেষে 'মিসেস কিংবা জনাবা' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১৯৫৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার। এই দম্পতির কোল আলোকিত করে ফুটফুটে একটি সন্তান দুনিয়াতে আসে। তার নাম রাখা হয়– রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান। আরবিতে তখন ছিল রজব মাস। তাই তার নাম রাখা হয় রেজেপ। তুর্কি ভাষায় 'রজব'-কে 'রেজেপ' বলা হয়। দাদার নাম থেকে নেওয়া হয় তায়্যিপ আর বংশীয় উপাধি এরদোয়ান যোগ হয়ে নাম হয়– রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান।* পরে এই দম্পতির কোলে আরও দুই সন্তান জন্ম নেয়। এর মধ্যে একজন পুত্র (মোস্তফা এরদোয়ান) এবং অপরজন কন্যা। সব মিলিয়ে এরদোয়ানরা ৫ ভাই-বোন ছিলেন– আগের সংসারে দুই ভাই আর এই সংসারে দুই ভাই, এক বোন। পুরো নাম রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান হলেও তিনি মূলত সারা বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছেন এরদোয়ান হিসেবেই। যদিও তুরস্কের অনেকেই তাকে তায়্যিপ কিংবা তায়্যিপ এরদোয়ান হিসেবেই সম্বোধন করেন।

এরদোয়ান তাঁর প্রাথমিক জীবন নিয়ে এভাবেই স্মৃতিচারণ করেন–

> 'আমার আসল এলাকা রিজে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি কাছিমপাশায় জন্মেছি। আমার প্রিয় বাবা আহমদ এরদোয়ান সমুদ্র পথের (জাহাজের) ক্যাপ্টেন হিসেবে কাজ করতেন। বাবা ১৩ বছর বয়সে ইস্তাম্বুলে আসেন। কারণ, ওই সময়ে রিজেতে জীবনযাত্রার মান খুব খারাপ ছিল, চাকরিও ছিল না। এমনকী তখন রিজেতে এখনকার মতো চা শিল্পেরও বিকাশ ছিল না। চার ভাই ও এক বোনকে নিয়ে আমরা মোট পাঁচ ভাই-বোন। দাদার নাম তায়্যিপ হওয়ার কারণে এবং রজব মাসে জন্ম হওয়ায় আমার নাম হয় রেজেপ তায়্যিপ। আমি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইস্তাম্বুলের প্রাচীন জনপদগুলোর একটি কাছিমপাশাতেই কাটিয়েছি।'[১]

শিক্ষাজীবন

পিয়ালেপাশা প্রাইমারি স্কুলেই এরদোয়ানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার হাতেখড়ি। ১৯৬৪-৬৫ শিক্ষাবর্ষে চমৎকার ফলাফল নিয়ে তিনি এই স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ক্লাসে যেমন ছিলেন মেধাবী, তেমন ছিলেন উত্তম আমলধারী। একদিন প্রধান শিক্ষক ক্লাসে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে নামাজ পড়াতে পারবে?' মাত্র একজন শিক্ষার্থী হাত তুললেন এবং নামাজ পড়ালেন। ছাত্ররা তখন তাকে রীতিমতো হুজাম* বলে ডাকত। আর এই ছোটো বয়সে হুজাম হওয়া সেই শিক্ষার্থীই ছিলেন এরদোয়ান।

এ স্কুলের স্মৃতি নিয়ে এরদোয়ানের নিজের ভাষ্য হলো–

> 'প্রাথমিক স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র থাকাকালে ক্লাসে ঢুকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইহসান আকসই (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ক্লাসে (ধর্ম ও সংস্কৃতি) আমার পারফরমেন্স

---

*এরদোয়ানের পুরো নাম নিয়ে প্রায়ই সংশয় সৃষ্টি হয়। 'Recep Tayyip Erdoğan' নামটির তুর্কি ভাষায় শুদ্ধ উচ্চারণ 'রেজেপ তায়্যিপ এরদোয়ান'। ল্যাটিন হরফে তুর্কি ভাষা হলেও সবগুলো উচ্চারণ ইংরেজির মতো না। আর তাই 'এরদোগান' নয় 'এরদোয়ান' হবে। আর প্রথম নামটি 'রিসেপ' নয়, শব্দটি 'রেজেপ' যা আরবিতে 'রজব' হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আর তুর্কি 'তায়্যিপ' শব্দটি মূলত 'তায়্যিব' আরবি শব্দ থেকে। আমাদের দেশের মতো আরবি শব্দকে ভিত্তি করে ব্যবহার করলে নামটি হবে, 'রজব তায়্যিব এরদোয়ান'। এই বইতে আমি তুর্কি শব্দগুলোর ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুর্কি উচ্চারণকেই প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

* হুজাম শব্দের অর্থ 'আমাদের শিক্ষক'। তুরস্কে শিক্ষকদের হুজাম বলে সম্বোধন করা হয়। মসজিদের ইমামদেরও হুজাম বলে সম্বোধন করা হয়।

দেখে আমাকে আদর করে ক্লাসের জানালার কাছাকাছি নিয়ে গেলেন। হালিচের সামনে এক জায়গা দেখিয়ে বললেন, 'তোমাকে ওই স্কুলে পাঠাব।' আর সেটা ছিল ইস্তাম্বুল ইমাম হাতিব স্কুল। আর এভাবেই ১৯৬৫ সালে পিয়ালেপাশা প্রাথমিক স্কুল সমাপ্ত হয়ে ইমাম হাতিব স্কুল* শুরু হয়।'[২]

এই স্কুলেই এরদোয়ানের জীবনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বছর অতিবাহিত হয়। ক্লাসে তিনি যেমন ছিলেন মনোযোগী, তেমনি দায়িত্ব পালন করেছেন ছাত্র প্রতিনিধি হিসেবে। এখানে তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি রয়েছে। আবার শিক্ষকদের কাছেও তিনি ছিলেন খুবই প্রিয় ছাত্র। এরদোয়ানের শিল্প-সংস্কৃতির ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন সেমরা আজার। এরদোয়ান সম্বন্ধে তাঁর স্মৃতিচারণ–

'আসলে সে নেতা হয়েই জন্মেছিল। তাঁর অনেকগুলো বিশেষ গুণ ছিল। যেমন : সে ক্লাসের সভাপতি ছিল (শ্রেণি প্রতিনিধি)। সাহিত্য সংসদেরও সভাপতি ছিল। সব সময় খেলাধুলা করত এবং খেলাধুলায় সফল হতো। দেখতেও ছিল সুদর্শন। আসলে আল্লাহ তাকে কিছু গুণ ঢেলে দিয়েছেন। বন্ধুদের সাথে তাঁর খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল, আবার বড়োদেরও সে অনেক সম্মান করত। আল্লাহর শুকরিয়া, আমি ক্লাসে প্রবেশের আগেই সে শ্রেণিকক্ষ তৈরি করে রাখত। সত্যিই তাঁর মতো ছাত্রদের নিয়ে ওই স্কুলের তিন বছর আমার জীবনের সেরা সময়।'[৩]

এরদোয়ান প্রধানমন্ত্রী কিংবা প্রেসিডেন্ট হয়েও ইমাম হাতিব স্কুলের সেই শিক্ষকদের কথা ভুলে যাননি। ২০১৭ সালের ২৪ নভেম্বর শিক্ষক দিবসে দেওয়া সেই সাক্ষাৎকারে সেমরা আজার জানান-

'২০০৮ সালের ১১ এপ্রিল সে আমাদের নিয়ে (ইমাম হাতিব স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে) এক খাওয়া-দাওয়ার প্রোগ্রামের (গেট টুগেদার) আয়োজন করেছিল। সে আমাদের প্রায় চার-পাঁচ ঘণ্টা সময় দিয়েছিল। সেদিন আমরা অনেক গল্প (স্মৃতিচারণ) করেছিলাম। আল্লাহর শুকরিয়া, সে এখনও আমাকে নিয়মিত ফোন দিয়ে খবর রাখে। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা জানতে চায়। আল্লাহ তাকে সব সময় ভালো রাখুন।'

ইমাম হাতিব স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত কিছু বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য এরদোয়ান আইয়্যুব কলেজে ভর্তি হন। কেননা, সে সময় ইমাম হাতিব কলেজ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করে সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ছিল না। ইমাম হাতিব কলেজ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পাশ করে এবং অতিরিক্ত বিষয়গুলোতে পাঠ নেওয়া শেষ করেই কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করা যেত। ১৯৭৩ সালে অতিরিক্ত সকল বিষয় সফলতার সাথে শেষ করে এরদোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় অর্থনীতি ও ব্যবসায় শিক্ষা ইন্সটিটিউটের জন্য নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে যা মারমারা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও প্রশাসনিক অনুষদকে বিজ্ঞান অনুষদ হিসেবে

* ইমাম হাতিব স্কুল বলতে মূলত তুরস্কে ধর্মীয় স্কুলগুলোকে বোঝায়। এই স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচি আমাদের দেশের জেনারেল তথা আলিয়া মাদরাসাগুলোর মতো।

পরিবর্তন করা হয়। এরদোয়ান ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এখানে পড়ালেখা শেষ করে সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

সকল প্রতিযোগিতায় প্রথম

শুধু ক্লাসের চার দেয়ালের মধ্যেই তিনি শিক্ষা জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাকে প্রায়ই পাওয়া যেত নানান ধরনের সাংস্কৃতিক খেলাধুলায় এবং সামাজিক কার্যক্রমে। স্কুলে কুরআন তিলাওয়াত, আজান প্রতিযোগিতা এবং কবিতা আবৃত্তিতে এরদোয়ান ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী; যেন প্রথম স্থানটা সব সময় তিনি নিজের জন্যই করে নিয়েছিলেন। শুধু স্কুল কিংবা কলেজেই নয়; ১৯৭৩ সালে *তেরজুমান* নামক পত্রিকার আয়োজনে কবিতা আবৃত্তিতে পুরো তুরস্কে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। পরবর্তী বছরে কলেজ লেভেলের প্রতিযোগিতায় আবারও গোটা তুরস্কে প্রথম হন।

হকার ও ফেরিওয়ালা

এরদোয়ানের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব বেশি ভালো ছিল না। পরিবারের সদস্য সংখ্যাও ছিল অনেক। কী করা যায়– চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবলেন, থেমে থাকলে চলবে না। তাই ছুটির দিনগুলোতে তিনি বাজারে বেরিয়ে পড়তেন। সিমিট (তুরস্কে রাস্তায় বিক্রি হওয়া বহুল প্রসিদ্ধ রুটি), পানি এবং লেবু বিক্রি করতেন। এখান থেকে যা মুনাফা আসত, তা দিয়ে পরিবারকে সহায়তার পাশাপাশি স্কুলের বেতন পরিশোধ করতেন। এখান থেকে টাকা বাঁচিয়ে ব্যক্তিগত পাঠাগারের জন্য বই কিনতেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর পাঠাগারের সখ ছিল। ফলে কলেজ জীবনে পা রাখার আগেই বড়োসড়ো একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার তৈরি করে ফেলেন।

এরদোয়ানের ছোটো ভাই মোস্তফা এরদোয়ান বড়ো ভাইয়ের ছাত্রজীবনের স্মৃতি উল্লেখ করে বলেন–

> ‘সেরদেনগেচতি*, নেজিব ফাজিল*, আকিফদের* কাব্যগ্রন্থ কিংবা বইগুলো ভাইয়ের পাঠাগার থেকেই পড়েছিলাম। এর পাশাপাশি রাশিয়ান ক্ল্যাসিক্যাল বই এবং টলস্টয়ের বইগুলো এখান থেকেই পড়েছিলাম।’[৪]

এরদোয়ানের সহপাঠী আব্দুর রহমান সেন এরদোয়ান সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন–

> ‘এরদোয়ানের কাছ থেকে একটি বই নিয়েছিলাম। বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠা ও শেষ পৃষ্ঠায় তায়্যিপ এরদোয়ান পাঠাগার, বই ক্রয়ের তারিখ এবং বই নম্বর লেখা একটি সিলমোহর দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, “এটা কী?” এরদোয়ান বলল, “বইয়ের সংখ্যা বাড়ার কারণে সংরক্ষণের জন্য এটা বানিয়েছি।”’[৫]

---

* পুরো নাম, উসমান ইয়ুকসেল সেরদেনগেচতি (১৯১৭-৮৩)। তুরস্কের জাগরণী কবি ও লেখক।

* পুরো নাম নেজিব ফাজিল কিসাকুরেক (১৯০৫-৮৩)। তুরস্কের ইসলামি জাগরণের কবি, চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও লেখক।

* পুরো নাম মেহমেদ আকিফ এরসই (১৮৭৩-১৯৩৬)। তুরস্কের বিখ্যাত কবি। জাতীয় সংগীতের রচয়িতা।

পেশাজীবী ফুটবলার

ফুটবলই তাঁর সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। স্কুলজীবন থেকেই তিনি ফুটবল মাঠের সেরা খেলোয়াড় ছিলেন। মহল্লার ফুটবল টিমে খেলার মাধ্যমেই হাতেখড়ি। ১৪ বছর বয়সে কাছিমপাশা জামিয়াল্টি ক্রীড়া ক্লাবের সদস্য হিসেবে তিনি বেশ নামকরা ফুটবলারে পরিণত হন।

তিনি জামিয়াল্টি ক্রীড়া ক্লাবে সাত বছর খেলেছেন। সেখান থেকে ইস্তাম্বুলের অন্যতম প্রসিদ্ধ টিম আইইটিটির ফুটবল টিমে দীর্ঘদিন খেলেছেন। আইটিটিতেই তাঁর প্রফেশনাল ফুটবল খেলা শুরু হয়, যেটাকে জীবনের প্রথম চাকরিও বলা যেতে পারে। আইইটিটির কয়েকটি ম্যাচের ক্যাপ্টেন হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তী সময়ে ফুটবল মাঠে তাঁর ক্রীড়াশৈলীতে মুগ্ধ হয়ে ইস্তাম্বুল যুব ফুটবল ক্লাব তাকে আমন্ত্রণ জানায়। এক পর্যায়ে তিনি জাতীয় যুব ফুটবল ক্লাবেও খেলোয়াড় হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু অভিভাবক হিসেবে পিতার স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হওয়ায় বিপত্তিতে পড়েন এরদোয়ান। তাঁর বাবা আহমদ এরদোয়ান স্পষ্টই জানিয়ে দেন– তিনি তাকে পড়ালেখা করিয়ে বড়ো করতে চান, খেলোয়াড় হিসেবে নয়। এরপর তিনি তুরস্কের অন্যতম প্রসিদ্ধ ফুটবল ক্লাব এসকেশিহির ও ফেনারবাহচে ফুটবল ক্লাব থেকে আমন্ত্রণ পেলেও বাবার অস্বীকৃতির কারণে আর খেলতে পারেননি। তৎকালীন ফেনারবাহচে ফুটবল ক্লাবের অন্যতম নির্বাচক ছিলেন রিদওয়ান ওজদিন, তিনি সেই স্মৃতি উল্লেখ করে বলেন–

> ‘আমরা তাকে আমাদের দলের জন্য চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু তাঁর বাবা খুব কঠিনভাবে তাকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, “সে ফুটবল ছেড়ে দিক, পড়ালেখা করুক।”’[৬]